R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

ফ্রেন্স-এর সহযোগিতায় তৈরী
সারদা বাইরন-এর
হোমিও ঔষধ পাওয়া যায়
কেয়ার এণ্ড কিওর হোমিও
সেণ্টার
গাড়ীঘাট
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (ভাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
৩রা মে, ১৯৮৯ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

সেচমন্ত্রী এতদিনে বুঝলেন ফরাক্কা ব্যারেজ বিপন্ন

বিশেষ প্রতিনিধি : গত ২৬ এপ্রিল বিধানসভায় সেচ মন্ত্রী বলেন—ফরাক্কা ব্যারেজ বিপন্ন। বক্তব্যে তিনি বলেন—আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি ফরাক্কা ব্যারেজ এখন গভীর বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যারেজের ১০৯টি লক গেটের মধ্যে ৪৯টি দিয়ে জলের স্রোত বইছে। বাকী গুলিতে স্রোত একেবারে নেই বললেই হয়। জলের এই গতি প্রকৃতির কারণ উত্তরে গঙ্গার বুকে পলি জমে চর পড়েছে। ব্যারেজের স্বার্থে সব কটি লক গেট দিয়ে সমান চাপে জল-স্রোত বহে যাওয়া দরকার। এতদিন পর সেচ মন্ত্রীর এই উপলব্ধিতে আমরা খুশী। উল্লেখ্য, গত ৩ আগষ্ট '৮৮ জঙ্গিপুর সংবাদে-এ ব্লক স্কেচ দিয়ে দায়িত্ব নিয়েই ঠিক এই কথাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়। ঐ সংখ্যার একটি কপি সেচমন্ত্রীর নামে আমরা পাঠিয়েও ছিলাম। তখনই সেচমন্ত্রীর এ সম্বন্ধে সজাগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখন তিনি আমাদের পত্রিকার ঐ সংবাদটিকে যথোচিত গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন বোধহয় মনে করেননি। ভেবেছিলেন মফঃস্বল পত্রিকার প্রতিবেদন শুধুমাত্র পাতা ভরানোর তাগিদেই লেখা হয়েছে। সেদিন আমাদের সতর্কবাণী ঠিকমত অনুধাবন করলে আরোও তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা যেত। অবশ্য রাজপুরুষদের বছর আঠারো মাসেই হয়। তাই তাঁর বর্তমান উপলব্ধিতে স্থানীয় মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। সামনে বর্ষা আসছে। তার আগেই ব্যবস্থা না নেওয়া হলে শুধু ব্যারেজ নয় দক্ষিণের গ্রামগুলিতে আবার সর্বনাশা ভাঙ্গন দেখা দেবে ও লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হবে। এদিকে ফরাক্কা থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত ড্রেজিং এর যে পরিকল্পনা ছিল. এখনও তা কার্যকর না হওয়ার নবদ্বীপে ভাগীরথীতে চড়া পড়ে গেছে। এর ফলে বন্যা এবং ভাঙ্গনের আশঙ্কা বেড়ে গেছে। শুখা মরশুমেও জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে।

দাবদাহে সাগরদীঘির মাঠ-ঘাট সব জ্বলছে

কৃষি সংবাদদাতা : একটানা প্রচণ্ড দাবদাহে সাগরদীঘি ব্লকের মাঠ-ঘাট সব ফেটে কাঠ। গ্রামে গ্রামে জলের হাহাকার। চারিদিক শুধু জ্বলছে। দিনের সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ওঠানামা করছে। ব্যাপক হারে বোরো এবং প্রাক খারিফের বোয়া আউশ ধান লাগানোর ফলে জলস্তর নেমে গিয়ে পানীয় জলের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। মাঠের পর মাঠ ধানের জমি ফেটে গিয়েছে। এর ফলে দশ থেকে বারো শতাংশ ধানের ফলন ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ফলন আরো কমতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বোরো এবং বোয়া আউশের এলাকা বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় সঙ্কট বেড়ে গিয়েছে। গ্রামগুলিতে অধিকাংশ টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ায় পানীয় জলের জন্য গ্রামবাসীদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। পুকুরগুলি পর্যন্ত শুকিয়ে ফেটে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত এই ব্লককে সরকারীভাবে খরা এলকা ঘোষণা না করায় সকলে আশ্চর্য হয়েছেন। অন্যান্য ফসলের মধ্যে সবজি, তিল, বাদাম এবং মুগও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাৎস্যন্যায়ের পূজারী সি পি এম

অরঙ্গাবাদ : সুতী থানার ১ ও ২নং ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত সাদিকপুর ও লক্ষ্মীপুরের ঘটনা প্রমাণ করে যে সি পি এমের দলীয় চরিত্র মাৎস্যন্যায়ের পূজারী হয়ে উঠেছে। ক্ষমতা লিপসায় মত্ত হয়ে তাঁরা বামফ্রন্টের নীতি অমান্য করে চলেছেন বলে জানা যায়। প্রকাশ, গত নির্বাচনের ফলশ্রুতি অনুযায়ী সাদিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সি পি এমের প্রধান ও আর এস পির উপ-প্রধান। তথাপি সর্বময় কর্তৃত্ব দখলের উদ্দেশ্যে সি পি এম কংগ্রেস সদস্যদের সাহায্য নিয়ে সরকার মনোনীত ৪ জন সদস্যই নিজেদের দল থেকে করিয়ে নিয়েছেন। এই অভিযোগ তুলেছেন শরিক দল আর এস পি। অন্যদিকে সুতী ২নং ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আর এস পি প্রধানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মদত নিয়ে সি পি এম অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। কিন্তু সরকার মনোনীত সদস্যদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

একই অপরাধে দুরকম বিচার

ধুলিয়ান : সম্প্রতি ধুলিয়ান পাকুড় রোডের মৌজা জাফরাবাদ মধ্যে ৫২ দাগের সরকারী জায়গা মাটি ফেলে জবর দখল করার অভিযোগে সমসেরগঞ্জ পুলিশ জনৈক আবদুল হান্নানকে গ্রেপ্তার করে। উক্ত জবর দখলকারী লিখিতভাবে দোষ স্বীকার করে দখল ছেড়ে দিতে অঙ্গীকার করলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রকাশ থাকে যে, তাঁর জবর দখলীকৃত জায়গার পরিমাণ ১০ শতক। অপর পক্ষে ওই রাস্তার ৪৬ দাগের ৩৭ শতক সরকারী জায়গা আবদুর রেজ্জাক নামে জনৈক বিড়ি ব্যবসায়ী মাটি ভরাট করে জবর দখল করা সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে বৈশাখ বুধবার ১৩৯৬ সাল

অবিবেকী বৈশাখ

বৈশাখ যেন অগ্নিতপ্ত। ইহার শুভ সূচনা হইতে অর্দ্ধজীবনকাল পর্যন্ত বৈশাখী স্বরূপ পরিদৃষ্ট হয় নাই। বাংলার ঋতুরঙ্গমঞ্চে বৈশাখের দ্বৈত-ভূমিকা দেখা যায়। একটি রূপে সে 'দীপ্তচক্ষু' শীর্ণ সন্ন্যাসী', দুর্বাসার রুদ্ররোষে প্রকাশমান। অপরটিতে তাহার প্রলয়তাণ্ডব মূর্তি অথচ তাহা দাক্ষিণ্যে ভরা। বৈশাখের প্রদীপ্ত ভাস্কর; তাহার প্রচণ্ড উত্তাপে শস্যধাদীর্ণ ধরিত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাস উর্দ্ধায়িত, 'চৈত্রের চিতাভস্ম' উড়াইয়া উষ্ণজ্বালা ছড়াইয়া সে চারিদিক খাক্ করিতে থাকে। তাই অভিজাত হর্ম্যরাজির গবাক্ষে ও দরজায় সিক্ত খস খস লম্বমান। ক্ষেত্রবিশেষে শীততাপ নিয়ন্ত্রক-যন্ত্র ক্রিয়াশীল। অপর ভূমিকায় বৈশাখ নটরাজ। কালবৈশাখীর বিধ্বংসী বেশে সে আবির্ভূত। উড়াইয়া উপড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া দুর্দম বেগে তাহার আগমন। চতুর্দিক তছনছ হইয়া যায়। বজ্রনির্ঘোষে তাহার বিজয়াভিযান। তাহার করাল ও ভয়াল রূপে সকলেই ভীতত্রস্ত। কিন্তু এই সঙ্গেই সে নিয়া যায় সৃজনের সূচনা। কালবৈশাখীর বারিধারা 'তৃণ অঙ্কুরে' রস সঞ্চার করে, মৃত্তিকাকে মধুরসে সিক্ত করে। বৈশাখের এই দুটি কর্মধারাই পরমকাম্য। তাই তো বাংলা সুজলা-সুফলা। কিন্তু আর বোধ হয় এই প্রশস্তি করা যায় না, ইদানীংকালে বাংলার সুজলা-সুফলা রূপ আর তেমন নাই। দাক্ষিণ্যভরা কমলার শ্রী আর তাহাতে নাই। সে যেন বিশীর্ণা বিশুষ্কা ধূমাবতী হইতে চলিয়াছে। শস্যসম্ভারের প্রাচুর্য এখন সন্তোষজনক নয়। বাংলার ঋতুচক্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা আর নাই। অনিশ্চিত গ্রীষ্ম ও অনিয়মিত বর্ষা বা বর্ষাবিমুখতা এই রাজ্যকে যেন পাইয়া বসিয়াছে।

কালবৈশাখী এখনও আসে নাই। বৃষ্টির শূন্যতার মধ্য দিয়া আম ও লিচুর ফলন। সুতরাং এগুলিও আশাপ্রদ ও সুস্বাদু হইবে না। আকাশে মেঘ আসিতেছে, কিন্তু তারা বারিবর্ষণ করে না। এমত অবস্থায় অবিবেকী বৈশাখের শুভবুদ্ধি জাগুক।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

প্রধান শিক্ষকের অনৈতিক আচরণের প্রতিবাদে স্কুল ঘেরাও প্রসঙ্গে

গত ২৫ মে ১৯৮৮ সংখ্যায় আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাই। পরিবেশিত তথ্যে সত্য ঠিকমত তুলে ধরা হয়নি। মূল ঘটনা নিম্নরূপ—গত ৩মে পুষ্পেন দাস নামে জনৈক ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষক সুশান্তবাবুর বিরোধ ও ধস্তাধস্তি বাধে। ছাত্রের আচরণ অশালীন ও অশোভন বলে কথিত। সুশান্তবাবুর সাহায্যে এগিয়ে আসেন শারীর শিক্ষক বসন্তবাবু। উভয়ের হাতে ছাত্রটি প্রহার লাভ করে। প্রধান শিক্ষকের হস্তক্ষেপে অবস্থা শান্ত হয়। ঠিক হয় ছাত্রটির অভিভাবকের উপস্থিতিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু পরদিন অবস্থা অন্য মোড় নেয়। শিক্ষক বসন্তবাবুর দুই ভাই সমর ও গুণধর এবং শঙ্কর দাস কতিপয় সহযোগী নিয়ে পুষ্পেন দাস ও তার বন্ধু পার্থ দাসকে রাস্তা থেকে ধরে স্কুলে এনে প্রচণ্ড মারধোর করে। পার্থ ও পুষ্পেন রঘুনাথগঞ্জে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিল। স্বভাবতই এই ঘটনায় ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং হট্টগোল বাধে। যাই হোক প্রধান শিক্ষক ও দু'একজন সহযোগী অবস্থা শান্ত করেন এবং যাতে আর অবস্থা গোলমেলে না হয় তারজন্য ৫, ৬, ৭ মে স্কুল বন্ধ রাখেন। এই ঘটনার পর ছাত্ররা চলে গেলে উক্ত ব্যক্তিগণ প্রধান শিক্ষকের ঘরে ঢুকে তাঁকে গালিগালাজ করে ও জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নিতে চায়। অবশ্য অন্য কয়েকজনের চেষ্টায় প্রধান শিক্ষক নিগ্রহের হাত থেকে বেঁচে যান। পরে স্কুল খুললে ছাত্ররা ঐসব ঘটনার প্রতিবাদে কালো ব্যাজ পরে ধর্মঘট করে। ছাত্ররাই গেটে তালা দেয়। শিক্ষকদের এক অংশ বাইরের লোকের সাহায্যে তালা ভেঙ্গে দেয়। নিরাপত্তার কারণে প্রধান শিক্ষক স্কুলে যোগদান করেন নাই। একটু অনুধাবন করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ১) ৪ মে রাস্তায় পুষ্পেন কর্তৃক সুশান্তবাবুর আক্রমণের কোন ঘটনা ঘটেনি। ২) ৫, ৬, ৭ মে কিছু ব্যক্তির তালা দিয়ে স্কুল বন্ধ রাখার প্রশ্ন উঠে না। ৩) স্কুল খুললে ধর্মঘটী ছাত্ররা স্কুলে তালা দেয় এবং বাইরের লোকে ঐ তালা ভাঙ্গে। ৪) ২৫০/৩০০ অভিভাবকের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও এর ব্যাপারটা আজগুবী। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অশালীন ব্যবহারের কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের মনে পড়ে না। একাধিক শিক্ষকের পুত্র কন্যারা স্কুলে পড়ে। তাঁরাও এমন কোন ঘটনা জানেন না। সুবর্ণ জয়ন্তী প্রসঙ্গে আপনি যা লিখেছেন তা সঠিক নয়। হিসাব না দেওয়ার কারণ তখনও পর্যন্ত সব হিসাব পাওয়া যায়নি। আপনার সংবাদে কটাক্ষ করা হয়েছে যে রাজ্যপাল, মন্ত্রী আনার নামে প্রধান শিক্ষক প্রচুর টাকা সংগ্রহ করেছেন। মাননীয় প্রধান শিক্ষক তাঁদের আনার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। আপনারই পত্রিকায় সে সম্বন্ধে আপনি লিখেছেন—অনুষ্ঠান চলেছে সপ্তাহ খানেক ধরে। ঠাঁসা প্রোগ্রাম। উদ্বোধন, প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন. কবি গান, বাউল, নাটক, লোকরঞ্জন শাখার দুরাত্রি নৃত্যনাট্য। এ রকম অনুষ্ঠানের খরচের পরিমাণ কত হতে পারে সে সম্বন্ধে সম্পাদক হিসাবে আপনি নিশ্চয় খবরও রাখেন। নৈতিকতার প্রসঙ্গে জানাই প্রধান শিক্ষকের অনৈতিক আচরণের অভিযোগ করা হয়েছে। নৈতিকতার প্রশ্নটি খুবই গভীর। আমরা দুঃখিত যে আপনার মত মেনে নিতে পারছি না। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে অযথা কুৎসা প্রচার করাকেও আমরা খুব নৈতিক কাজ বলে মনে করি না। প্রতিটি পরিবারে বা ব্যক্তিজীবনে নানা কারণে ঘটনা/দুর্ঘটনা কিছু ঘটে থাকে যা লজ্জা-দুঃখ বেদনাদায়ক এবং নৈতিকতার প্রশ্নও তোলা যায়। তবে কারো দোষ খোঁজার নৈতিকতার দায় আপনার থাকলে—তাঁর গুণ এবং গঠনমূলক দিক খোঁজার নৈতিকতার দায় আপনার থাকা উচিত। আপনি প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে মন্তব্য ও কটাক্ষ করেছেন। একজন নারীর প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক মন্তব্য করা হয়েছে। একজন নারী কি প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়ের কাছ থেকে সাধারণ কিছু শালীনতা ও শোভনতা আশা করতে পারেন না। পরিশেষে জানাই সম্পাদক মশায়ের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ বা অভিযোগ নাই। শুধু দুঃখ এই যে তিনি নিজে একজন সম্মানিত ব্যক্তি—আর একজন সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসম্মানজনক সংবাদ প্রকাশ করার পূর্বে অভিযোগের সত্যতা বিচার করার প্রয়োজন ছিল।

নিবেদন ইতি
পঞ্চানন রায়
অভিভাবক সম্পাদক (প্রাক্তন)
মালঞ্চোপা পঙ্কজকুমার হাই স্কুল
রাজানগর ২৪-৪-৮৯

[পত্রলেখকের পত্রটি বিশাল হওয়ায় আমাদের পত্রিকার পরিসরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় অংশগুলি প্রকাশ করা হলো। আশাকরি পত্র লেখকের বক্তব্যে তিনি যা বলতে চেয়েছেন সবটুকুই এতে পরিষ্কার করা হয়েছে। —সম্পাদক]

গুলিতে কর্মী আহত, কারণ জানা যায়নি

নবারুণ পয়েন্ট : গত ১২ এপ্রিল রাত্রি ৮টা নাগাদ ফরাক্কা এন টি পি সি-র কাজে নিযুক্ত ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া কনস্ট্রাকসন কোম্পানীর জনৈক কর্মী শিবদাস গুলিবিদ্ধ হন। খবর, ত্রিমোহিনী ব্রীজের পাশ দিয়ে কোয়ার্টারে ফেরার পথে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে তিনি আহত হয়ে জ্ঞান হারান। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে মালদহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁর শরীর থেকে গুলি বার করা হয়। পুলিশ এ ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী সুধনা গ্রামের জনৈক ব্যক্তিকে আততায়ী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। কারণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি।

মে দিবসের শতবর্ষেও অগণিত শ্রমিকের দুঃখ ঘুচলো না

এম, এ, সামাদ

এক সময় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রমিক, মজুরদের কাজ করাই ছিল প্রচলিত রীতি। এবং এরই প্রতিবাদে এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবির আন্দোলনের পরিণতিই ১৮৮৬ সালের ৩ মের আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে মর্মান্তিক ঘটনা। সেখানে পুলিশের গুলিতে ছয়জন শ্রমিক প্রাণ হারান। আরও ৫০ জন আহত হন। এই ঘটনাকে স্মরণ করে সারা বিশ্বের শ্রমিক সমাজ প্রতি বছর ১লা মে, মে দিবস পালন করে শ্রমিক ঐক্য এবং সংহতির শপথ নেয়। সেই থেকেই চলে আসছে মে ডের অনুষ্ঠান। কিন্তু এখনও এ দেশের অগণিত শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের বাইরে। ফল দাঁড়িয়েছে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ভাটা। এখানে যতগুলি ডান, বাম রাজনৈতিক দল, ঠিক ততগুলি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এতে বেড়েছে রেষারেষি, এবং সংকীর্ণতা। তার ফলে রিক্সা, টাঙ্গাওয়ালা, খেয়া ঘাটের মাঝি মাল্লারা দিন নেই রাত নেই প্রখর খরা বা ঝড় বাদলে যাতায়াত করছেন। তাঁরা কি ন্যায্য মজুরী পান? যেখানে নারী সমাজ দখল করে আছে পৃথিবীর অর্দ্ধেক আকাশ, সেখানে দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সাধারণ ঘরের গৃহিণীদের কোন ছুটি ও ন্যায্য মজুরীর স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই। শ্রেণী বিভক্ত শোষণ ভিত্তিক এই সমাজে এঁরা উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। বাড়ী বাড়ী যারা ঝি এর কাজ বা দোকানে কাজ করেন তারা কি আজও মে দিবসে ছুটি পান। জেলে, ধীবররা কি মহাজন বা ফড়েদের কাছ থেকে ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করতে পারেন? যে সমস্ত ভাগচাষী, প্রান্তিক বা ছোট চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলান, তাঁরা কি তাঁদের ফসলের ন্যায্য বাজার দাম পান? যে তাঁতিরা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সুতা কেনেন বা মহাজনদের সুতা দিয়ে কাপড় বোনেন, সে শ্রমিকরা কি মে দিবসের ছুটি পান? যে দরিদ্র বিড়ি শ্রমিকেরা কাজ করেন, অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগেন, তারা কি আট ঘণ্টার মজুরী পান? এঁদের মত আরো যাঁরা বঞ্চিত, তাঁদের আমাদের সমাজে বেঁচে থাকবার সুযোগ দাবী করার অধিকার আছে। মে দিবস কি এদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? দুঃখের বিষয় আন্দোলনের নেতৃত্ব রয়ে গেছে মধ্যবিত্তের হাতেই। তাই অগণিত কৃষি শ্রমিক, অসংগঠিত শিল্প ব্যবসায় নিযুক্ত শ্রমিক রয়ে গেছে আন্দোলনের বাইরে।

মে দিবসকে উপলক্ষ করে এই মৌলিক প্রশ্ন পর্যালোচনা করে নেতৃত্ব, আন্দোলনের মোড় ফেরাবার চেষ্টা করেন কি না তাই হবে লক্ষণীয়।

মহকুমায় খুন বাড়ছে

নি: সংবাদদাতা: গত ১ মে সকাল ৭-৩০ মিঃ নাগাদ সমসেরগঞ্জ থানার হাঁসুপুর গ্রামের চারুচন্দ্র মণ্ডল খুন হন। খবর চারুচন্দ্র ঐ অঞ্চলের একজন একনিষ্ঠ সি পি এমের কর্মী ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে ঐ গ্রামের সমর মণ্ডল ও বিজয় মণ্ডলের সঙ্গে দলের আদর্শগত ব্যাপার নিয়ে তাঁর বিরোধ বাধে। ঘটনার দিন সমর ও বিজয় চারুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। আহত চারু পালাবার চেষ্টা করলে তাঁকে গুলি করা হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। সমর ও বিজয় ফেরার।

*

গত ২৯ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের দ্বীপচর গ্রামের পার্বতী মণ্ডল নামে জনৈকা মহিলা খুন হন। খবর, কয়েক মাস থেকে তাঁর স্বামী বিভূতি মণ্ডলের সঙ্গে গ্রামের জীবন, রাম ও লক্ষী মণ্ডলের জমির ছোলা খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে বিবাদ চলছিল। ঘটনার দিন রাম, লক্ষ্মী ও জীবন বিভূতিকে মারার জন্য সশস্ত্র হয়ে আসছে খবর পেয়ে বিভূতি বৌকে নিয়ে পালায়। পরে রাত্রে দ্বীপচরে একটি গাছ তলায় আশ্রয় নেয়। সেই সময় খোঁজ পেয়ে ওরা তাকে আক্রমণ করে। অন্ধকারে বিভূতি পালিয়ে যায়, কিন্তু ওর স্ত্রী পার্বতী মারা পড়ে। পুলিশী তদন্ত চলছে। এখনও কেউ ধরা পড়েনি।

গরমের সাথে সাথে অগ্নিকাণ্ড শুরু

আহিরণ: সুতী থানার ১নং ব্লকের পারাইপুর গ্রামে গত ১১ এপ্রিল বেলা ২টা নাগাদ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। আগুনে চারখানি টিনের ঘর ও ৮টি টালির ঘর সম্পূর্ণ ছাই হয়ে যায়। ব্লকের ত্রাণ পরিদর্শক গ্রাম ঘুরে সংবাদ নিয়ে জানতে পারেন সংরক্ষিত খাদ্যশস্য ও আসবাবপত্র সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। মহম্মদ মফিরুদ্দিন মণ্ডলের বন্দুকটিও অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ত্রিপল, পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জের সার ও কীটনাশক বিক্রেতা স্বপন দাস গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে কিছু অর্থ সাহায্য করেন বলে জানা যায়।

ভর্তি চলিতেছে

রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুলে ১৯৮৯-৯০ সালের শিক্ষা বর্ষে ৩ হইতে ৬ বৎসরের শিশুদের ভর্ত্তি শুরু হইয়াছে ১লা মে হইতে।
যোগাযোগ করুন—সকাল ৮-০০ হইতে ১০-০০ পর্য্যন্ত।
রঘুনাথগঞ্জ মডেল স্কুল
(ইংলিশ মিডিয়াম)
ভাগীরথী ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয়
ফাঁসিতলা (সরাইখানা)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন জঙ্গি: ২৫, রঘু: ১৬৬

আপনিই পারেন আগুন ঠেকাতে

অবজ্ঞা আর অবহেলা থেকে আগুন লাগতে পারে। কয়েকটি ব্যাপারে একটু সতর্ক হলেই কিন্তু বিপদ এড়ানো যায়।

* লক্ষ্য রাখবেন বাড়ির বিজলী তারে যেন কোনও খুঁত না থাকে। কাছাকাছি দমকল অফিসের টেলিফোন নম্বর জেনে রাখবেন।
* সিগারেট বা দেশলাই ফেলবার আগে নিভিয়ে দিন।
* বিছানায় ধুমপান করবেন না।
* অস্থায়ী মণ্ডপে বিদ্যুতের কাজে সতর্কতামূলক নিয়ম মেনে চলুন।
* পেট্রোল বা অন্য কোনও দাহ্য পদার্থ বাড়ীতে রাখবেন না।
* আগুন লাগলে আতঙ্কিত হবেন না। বিচলিত না হয়ে অবিলম্বে টেলিফোনে অথবা লোক পাঠিয়ে দমকলকে খবর দিন। ঘটনাস্থলের সঠিক অবস্থান এবং আপনার টেলিফোন নম্বর জানাতে ভুলবেন না।
* দমকল বাহিনীর প্রয়োজন ও পরামর্শমত তাদের সাহায্য করুন।

আগুন থেকে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় দমকল বাহিনীকে নির্বিঘ্নে তাঁদের কাজ করতে দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ।

মে দিবস উদ্‌যাপন

জঙ্গিপুর, ১ মে ঃ সি পি আই (এম) এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি আজ বিকেলে স্থানীয় বাসষ্ট্যাণ্ডে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'মে দিবস' পালন করেন। গণসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়। পরে মে দিবসের তাৎপর্য সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন বক্তা ও সি পি এমের স্থানীয় নেতা মহঃ গিয়াসুদ্দিন ও শৈলেন মুখার্জী।

মাৎস্যন্যায়ের পূজারী

(১ম পাতার পর)

নাম এ সময়ে চলে আসায় ঐ পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। আরও জানা যায়, সাদিকপুরে ৪ জন মনোনীত সদস্য সি পি এমের হওয়ার বিরুদ্ধে আর এস পি কয়েকজন কংগ্রেসীর সাহায্যে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, সুতী ২ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেই বামফ্রন্টগত ভাবে দখল রয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেখানে সি পি এম প্রধান নেই সেহেতু আর এস পি প্রধানকে হঠাতে সি পি এমের এই চাল। এ অভিযোগ জানালেন আর এস পি প্রধান কৃষ্ণ চৌধুরী। সম্প্রতি আরো খবর, নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সি পি এম কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আর এস পি থেকে ৪ জনকে ভাঙ্গিয়ে বর্তমান আর এস পি প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। এখানে দলগতভাবে আর এস পি ৯, সি পি এম ৭ ও কংগ্রেস ৬। সি পি এমের এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার বিকার দেখে শুধু আর এস সি নয় গ্রামের সাধারণ মানুষও বিরক্ত হয়ে পড়েছেন।

ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্ম শতবর্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ধুলিয়ান ঃ গত ২৪ এপ্রিল আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৬-৩০ মিঃ স্থানীয় পরশুরাম গুপ্ত বন্দুক ফায়ার করে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ৫০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৪৭ জন দৌড় সম্পূর্ণ করেন। প্রথম হন স্থানীয় মিলন সংঘের মিলন চক্রবর্ত্তী। বৈকাল ৫টায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

মাঠ ঘাট সব জ্বলছে

(১ম পাতার পর)

এখন বৃষ্টি হলেও ফসল আর আশানুরূপ হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অধিকাংশ মুগের জমি ইতিমধ্যে প্রচণ্ড দাবদাহে জ্বলে গেছে। খরার দাপটে উদ্ভিদ এবং ছটফট করছে।

দুরকম বিচার

(১ম পাতার পর)

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে খবর। জনগণের প্রশ্ন—একই ঘটনায় একজনের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলো, অপর জনের বিরুদ্ধে নেওয়া হলো না কেন? রতনপুর গ্রামের মানুষ আইনের পথেই সমাধান চাইছেন। ৪৬ দাগের ভরাটকৃত মাটি না সরালে সামনের বর্ষায় গোটা গ্রাম জলে ভাসবে। কেননা এটাই গ্রামের জল নিষ্কাশনের একমাত্র পথ। জানতে ইচ্ছে করে—বিভাগীয় মন্ত্রী, ডি এম, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, জঙ্গিপুরের এস ডি ও যাঁদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত তাঁরা কি কারণে নিষ্ক্রিয় রয়েছেন।

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন? বাড়ী করার জন্য লোন চান? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ সাগরদীঘি শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন বা কমিশনে কর্মী চাই

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য হাইকোর্টের রুলিং এবং D. S. E. O. এর 46(160)/LS তাং ২৯-৩-৮৯ এর memo-র চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পঃ বঙ্গ সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরীগুলির সমস্ত রকমের গ্র্যাণ্ট বন্ধ হওয়ার জন্য আগামী ১০ই মে হইতে লাইব্রেরীর সময়সূচী বেলা ১১টা হইতে ৬টা পর্যন্ত নির্দ্ধারিত হইল।

লাইব্রেরীর একটি মাত্র দৈনিক পত্রিকা ব্যতীত অন্যান্য পত্র-পত্রিকা বন্ধ থাকিল। এই ব্যবস্থা সাময়িক। পাঠক সাধারণের সহযোগিতা কাম্য।

আগামী ২৮শে মে রবিবার বেলা ৪ ঘটিকায় স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের সাধারণ সভায় সমস্ত পাঠক পাঠিকার উপস্থিতি কাম্য।

নিমাই সেনগুপ্ত
সম্পাদক, দেশবন্ধু যতীনদাস পাঠাগার

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয় করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts) সংরক্ষণ এমন কি অডিট করিয়ে নিন।
যোগাযোগ—
শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী
প্রযত্নে বিশ্বপাত চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত